এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

ডিসেম্বর ২০০৯

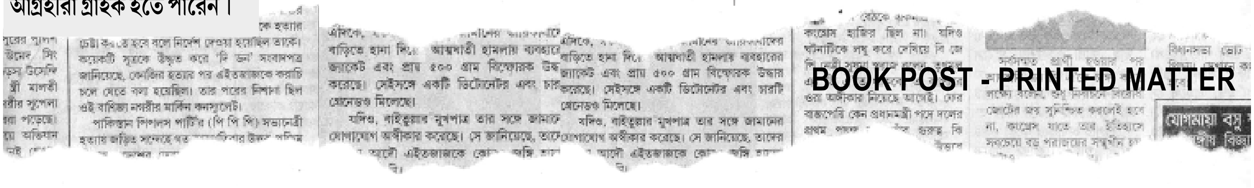

BOOK POST - PRINTED MATTER

নির্মল দিভ

১৫/৭০

জলবায়ুর পরিবর্তন যেসব দেশের অস্তিত্বকে আগামীদিনে বিরাট প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মলদিভ তার অন্যতম। তাই গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমাতে নতুন নানা পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছে দেশটি। এইরকমই একটি হল, সার হিসেবে বায়োচার বা জৈব কয়লার ব্যবহার। এটি তৈরি করা হয় জৈব বর্জ নারকেল মালা থেকে। কাঠ কয়লা মানেই কার্বনে পূর্ণ এবং এই কয়লা মাটিতে মিশিয়ে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই কয়লা একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা বাড়ায়, অন্যদিকে বছরের পর বছর কার্বনকে ধরে রেখে বাতাসে মিশতে দেয় না। এই উদ্যোগের ফলে মলদিভে সার আমদানির পরিমাণও অনেক কমে গেছে বলে জানিয়েছেন সে দেশের সার ও কৃষিমন্ত্রী। ২০২০ সালের মধ্যে মলদিভ দেশকে কার্বন-মুক্ত করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। দেশের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ নাগিদ জানিয়েছেন, বায়োচার দেশকে যে শুধু কার্বন-মুক্ত করতে সাহায্য করছে তাই নয়, এর ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের পরিবেশ ও মানুষের আর্থিক বিকাশও ত্বরান্বিত হবে।

চেন নাই আবর্জনা

১৫/৭১

ভারতের সব শহরেই জঞ্জাল পুরসভার মাথাব্যথার কারণ। বর্জ ফেলার স্থানাভাব এবং বর্জজাত স্বাস্থ্য-সমস্যা থেকে রেহাই-এর পথ খুঁজছে সমস্ত পুরসভা এবং রাজ্য সরকার।

চেন্নাই পুরসভা নাগরিকদের জঞ্জালের দুর্গন্ধ ও মশামাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তারা কাজে লাগাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের উপকারী ব্যাকটেরিয়াকে। এদের বেশিরভাগেরই সন্ধান মেলে খাদ্যবস্তুতে। জঞ্জালের স্তূপে ব্যাকটেরিয়াগুলিকে তরলাকারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অল্প সময়েই ব্যাকটেরিয়ার কল্যাণে বর্জ পরিণত হয় জৈব সারে। যেখানে সাধারণভাবে বর্জ পচতে কয়েক মাস সময় লাগে সেখানে এই ব্যাকটেরিয়ার মিশ্রণ মাত্র চার থেকে ছয় সপ্তাহে সেই কাজ সম্পূর্ণ করে।

জিনদস্যু

১৫/৭২

জিন-প্রযুক্তির ফসলের থেকে পরাগ সমগোত্রীয় উদ্ভিদে ছড়িয়ে পড়বে না তার নিশ্চয়তা নেহ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাষিরা শশার চাষ করতে গিয়ে ভাইরাসের কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় ক্ষতির শিকার হচ্ছিলেন। ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে শশা গাছের জিনের রূপান্তর ঘটানো হল। শশা গাছ বাঁচল কিন্তু ভাইরাস প্রতিরোধী জিন সয়াবিন ও তুলোর খেতে ছড়িয়ে পড়ল। ওই খেতে আগাছা বাড়িয়ে তুলল। শুধু তাই নয়, ভাইরাস নয় ফসলের এমন শত্রুকে, জিনটি নেমন্তন্ন করে জি এম শশাতে ডেকে আনল।

খিদেয় পুড়ছে পাকস্থলী

১৫/৭৩

ম্যাপেলক্রফট নামে আর্ন্তজাতিক সংস্থার কাজ হল, ঝুঁকি আছে এমন ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা এবং সেই নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে সতর্ক করা। সম্প্রতি খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ১৪৮টি দেশের উপর তারা যে সমীক্ষা চালায় সেখানে ভারতকে সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ২৫টি দেশের তালিকায় রাখা হয়েছে। ঝুঁকির কারণ, জলের বেহিসাবি খরচ এবং জন-বিস্ফোরণ। এই নিরিখে চিনের অবস্থা ভারতের তুলনায় অনেক ভালো। চিনকে রাখা হয়েছে ১০৭ নম্বরে। বলা হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকির মোকাবিলায় চিন ভারতের থেকে অনেক বেশি সমর্থ। কারণ চিন খাদ্য স্বনির্ভরতা, খাদ্যবস্তুর দাম ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে জাতীয় নিরাপত্তার মতো গুরুত্ব দেয়।

নির্ভুল ফলাফলের জন্য ম্যাপেলক্রফট ১৯টি সূচক তৈরি করেছে। এদের অন্যতম আমদানি, রফতানি, দানাশস্য উৎপাদনের পরিমাণ, মাথাপিছু খাদ্যবস্তুর পরিমাণ, অপুষ্টির হার, জলের উৎস এবং আন্তর্জাতিক অনুদানের পরিমাণ। ভারতের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ বেড়েই চলেছে বলে রিপোর্টে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের ১১০ কোটি জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই কৃষি-নির্ভর। কিন্তু গত বছরের তুলনায় এই বছরে চাষ হয়েছে ২১ শতাংশ কম জমিতে। কারণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল-উৎসে টান পড়েছে। এছাড়া বন ধ্বংস ও অনিয়মিত বর্ষাকেও দায়ী করা হয়েছে। তবে খাদ্যনীতি-বিশ্লেষক দেবিন্দর শর্মার মতে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি উদ্বেগজনক হলেও, সুষম বন্টন ব্যবস্থার অভাবই এই মুহূর্তের সব থেকে বড় সমস্যা।

+ টিক

১৫/৭৪

সার ও রসায়ন মন্ত্রক দেশজুড়ে আইটি পার্কের মতো প্লাস্টিক পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে। প্রতিটি পার্ক গড়ে তোলা হবে প্রায় ২৫০ একর জমির উপর। রাজ্য-প্রতি অন্তত একটি পার্ক তৈরি হবে। ৫০ থেকে ১০০টি প্লাস্টিক কারখানা নিয়ে পার্কটি গড়তে জমির ব্যবস্থা করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে। পার্কে রিপ্রসেসিং ও রিসাইক্লিং প্লান্ট সহ বর্জ-ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা থাকবে, থাকবে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় ভরতুকি দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। প্লাস্টিক বর্জ সংগ্রহ বা রিসাইক্লিং করতে উদ্যোগপতিদের আকৃষ্ট করার কথাও ভাবা হচ্ছে। উদ্যোগপতিরা বর্জ থেকে লাভ করার সুযোগ পেলে, সরকারি এজেন্সিগুলির দায়ভার কিছুটা লাঘব হবে বলে সরকার আশা করছে।

রাক্ষস

১৫/৭৫

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন পার্ক গড়ে তোলার জন্য ধ্বংস হবে গুজরাতের মিঠিবিরদি-র বহু আম ও কাজুবাদামের বাগান। নষ্ট হয়ে যাবে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার বিস্তীর্ণ ধানের খেত। ওই দুটি রাজ্যের প্রস্তাবিত পার্কগুলিতে তৈরি হবে আটটি করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই দুটি ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। মিঠিবির দি-র পাঁচটি গ্রামের প্রায় ৩০,০০০ গ্রামবাসী প্রকল্পটি রূপায়ণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অন্ধ্রপ্রদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলে সব মিলিয়ে প্রায় কুড়িটি গ্রামের মানুষের জীবন জীবিকা বিপন্ন হবে। এসব জানাচ্ছেন স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এইসব গ্রামের মানুষের পেশা হল ধান ও মাছ চাষ। গুজরাতের ভাবনগরের নিউক্লিয়ার স্টাডি গ্রুপ নামে এনজিও-র আশংকা, প্রকল্পটি রূপায়িত হলে স্থানীয় মানুষের রুজি-রোজগারই যে শুধু সমস্যায় পড়বে তাই নয়, স্বাস্থ্যহানির বিপদও দেখা দেবে। কারণ বহু গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি যাঁরা বাস করেন তাঁদের মধ্যে অতি মাত্রায় জন্ম-বিকলাঙ্গ ও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

সবুজদল

১৫/৭৬

অবশেষে হয়তো পরিবেশপ্রেমীদের বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত এই স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে এসেছেন। জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও তিনি প্রথম 'গ্রিন পার্টি' গড়ে তুলতে চলেছেন। বিদেশে গ্রিন পার্টির মূল লক্ষ্য থাকে পরিবেশ রক্ষা ও সুস্থিত উন্নয়ন।

শ্রী দত্তের গ্রিন পার্টি তৈরি হবে এমন সব মানুষদের নিয়ে পরিবেশ রক্ষায় যাঁদের অবদান ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। শোনা যাচ্ছে

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পরিবেশপ্রেমী কুলদীপ সিং কে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রী দত্ত আমন্ত্রণ জানাবেন। পার্টির প্রধান কাজ হবে পরিবেশ বাঁচানোর জন্য লড়াই চালানো। আদর্শ হবে সামাজিক ন্যায়, তৃণমূলস্তরে গণতন্ত্র এবং অহিংসা। শ্রী দত্তের কথায়, কোর্টের চৌহদ্দি ছেড়ে সময় হয়েছে পরিবেশের স্বার্থে নীতি প্রণয়নে সরকারকে বাধ্য করতে রাস্তায় নামা।

জলভাত

১৫/৭৭

চাল সিদ্ধ না করেই ভাত? অসমের শোনিতপুর জেলায় এমনই ধানের চাষ হয়। যার চাল থেকে ভাত তৈরিতে সিদ্ধ করার প্রয়োজনে হয় না। ধানটির নাম 'অঘোনিবোরা'। আর পাঁচটি সাধারণ ধানের মতো লম্বায় ও চওড়ায় এর কোনো পার্থক্য নেই। গাছের উচ্চতাও সাধারণ ধানের মতো। রংও হলুদ। অন্যান্য প্রজাতির মতোই পুষ্টিগুণ। কিন্তু ফারাক হল এই চাল থেকে ভাত করার জন্য এটিকে ফোটাতে হয় না। নভেম্বর-ডিসেম্বরে ফসল ওঠে-তার জন্যই নাম 'অঘোনিবোরা'।

ধানটি নরম হওয়ার কারণ হল, সাধারণ ধানের মধ্যে অ্যামাইলোজ নামে শ্বেতসার থাকে যা চালকে শক্ত করে। এই ধানে সেই শ্বেতসার থাকে অতি সামান্য মাত্রায়। এই কারণে ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় চালটি ৪৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলেই ভাত তৈরি। আর ঈষৎ উষ্ণ জলে ভিজিয়ে রাখলে ভাত হবে মাত্র ১৫ মিনিটে।

এর ফলে বিপুল জ্বালানি সাশ্রয় হয়। অঘোনিবোরার ক্ষেত্রে আরও সুবিধা হল, প্রচলিত প্রজাতিগুলির তুলনায় এই চাষে সময় লাগে কম। ফলনও হেক্টর প্রতি ৪.৫ টন। যেখানে অন্য ধানে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ২.৩ টন। ভাত তৈরিতেও যে সময় লাগে তা গড়ে ১০-১৫ মিনিট।

ললাট লিখন

১৫/৭৮

আগামী দিনে জলবায়ু পরিবর্তন বা উষ্ণায়ন কেড়ে নিতে চলছে অসংখ্য জীবিকা। উষ্ণায়নের ফলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়েছে বা পড়তে চলেছে সেই নিয়ে ২০০৫-২০৫৫ এই সময়-পর্বের একটি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিশেষ করে যেখানে মানুষের প্রধান পেশা মাছ ধরা, সেখানে মাছের পরিমাণ ৫০ শতাংশ হ্রাস পাবে। কুমেরু অঞ্চলেও মৎস্য শিকারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। আশংকা, এর দরুন জীবিকা হারাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

ও নদী রে...

১৫/৭৯

দেশের মৃতপ্রায় নদীগুলিকে বাঁচিয়ে তুলতে নদী বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন এনজিও মিলে যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছেন। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক তৎপরতার সঙ্গে উপযুক্ত পরিকাঠামোই নদীগুলির জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। গঙ্গাকে 'জাতীয় নদী' হিসেবে ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁদের দাবি, প্রতিটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদীগুলিকে রাজ্যের নদী হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। এছাড়া রাজ্যের নদীগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশেরও তাঁরা দাবি জানিয়েছেন। দূষণ, জলের প্রবাহে টান, তীরবর্তী অঞ্চলে ভূগর্ভের জলস্তর বিপজ্জনকভাবে নেমে আসা এবং নদীগুলির আশপাশ ও বহু নদীর ভিতরও দখল হয়ে যাওয়ায় দেশের অধিকাংশ নদীর অবস্থা শোচনীয় বলে তাঁরা জানিয়েছেন। লিখিত আবেদনে তাঁরা নদী তীরবর্তী বনভূমি ও সংলগ্ন জলাভূমি প্রভৃতিকে 'সংরক্ষিত সবুজ নদী অঞ্চল' ঘোষণা করতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন।

বিবৃতিতে নদনদী ও জলাভূমি সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিকাঠামোগত দুর্বলতাকে বর্তমানে পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে তার আশু সমাধানের উপর জোর দিতে বলা হয়েছে। মাটির নীচের জলভাণ্ডারের অভাব পূরণে, স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ করে মহিলাদের উদ্যোগ এই কাজে সাফল্য আনতে পারে বলে তাঁদের বিশ্বাস। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। নদী ও জলাশয়গুলি বাঁচাতে সরকার ও জনসাধারণ এখনও উদ্যোগী না হলে দেশজুড়ে আগামীদিনে জলসংকট তীব্র হবে।

মনসা-ন্টো

১৫/৮০

নবধান্য তুলোধোনা করেছে। বিটি তুলো নিয়ে সমীক্ষা করেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে বিটি তুলোর মতো শক্ত আর কিছু হয় না।

মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের নাগপুর, অমরাবতী ও ওয়ার্ধায় এই সমীক্ষা হয়েছে। আমরা জানি, এইসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি তুলো হয় আর সবচেয়ে বেশি কৃষক আত্মহত্যা করে। বছরে গড়ে যা চারহাজার।

সমীক্ষার সময়সীমা ছিল ৩ বছর। ৩ বছরে বিটি ও সাধারণ তুলোখেতের মাটির হেরফের পরখ করা হয়েছে। দেখা গেছে, অণুজীব অ্যাকটিনোমাইসেটিস কমেছে ১৭ শতাংশ—অ্যাকটিনোমাইসেটিস সেলুলোজকে মাটিতে পরিণত করে। উৎসেচক অ্যাসিড ফসফাটেস ও নাইট্রোজেনেস কমেছে ২৬.৬ শতাংশ ও ২২.৬ শতাংশ। ফসফাটেস মাটিকে ফসফেট ধরতে ও নাইট্রোজেনস নাইট্রোজেন ধরতে সাহায্য করে। ব্যাকটিরিয়াও কমেছে ১৪ শতাংশ। হালের তথ্য বলছে ভারতে ৭.৬ মেগাহেক্টর জমিতে তুলো চাষ হয়। মানে দাঁড়ায় ৭.৬ হেক্টর জমিই খারাপ। বলা ভালো, সমস্ত তুলোবীজই মনসান্টোর। চাষ হয়েছে পরিবেশ নিরাপত্তা যাচাই না করে। তবে কেবল তুলোই নয়, মনসান্টো ভারতে বিটি ভুট্টাও আনছে। হালে ই টি দূরদর্শনে এরকমই বলেছেন মনসান্টো মুখপাত্র কার্ল কাসান। যা হচ্ছে, তাতে শিশুপাঠ্যে ‘এ’ ফর অ্যাপেল-এর পাশে ‘বি’ ফর বিটি ঢুকতে আর কতক্ষণ!

জেনেঠিক

১৫/৮১

ব্রিনজল নিয়ে জল্পনা না জমতেই আলুর লু। জিন আলু ভারতের খামারে আসতে পারে। সঙ্গে আসতে পারে ভুট্টাও।

গত ৯ ডিসেম্বর’০৯ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটির সভা বসে। এটা ৯৮তম সভা। এই সভাতেই নানা বিষয়ের সঙ্গে আলোচ্য ছিল আলু। আলুর সঙ্গে ভুট্টা ও চিক পি ও ছিল। প্রসঙ্গটা ছিল জিন-আলু, জিন-ভুট্টা ও জিন-চিক পির পরীক্ষামূলক চাষ বা গবেষণা করা যাবে কিনা। যার মধ্যে ভুট্টার চাষের দ্বিতীয় বছরের অনুমতির আর্জিও আছে। এই ভুট্টা আবার চাষ করেছে মনসন্তোষবাবু, মানে মনসান্টো। অনুমতি এল কিনা জানা নেই। তবে মন-অসন্তোষ যে বাড়বে তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশিত হয়েছে

বদলে যাচ্ছে জলবায়ু

জলবায়ু বদলাবেই। আজ অথবা কাল। ধীরে ধীরে। কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপ এই বদলকে এমন দ্রুত করে তুলেছে যে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের বদলানো অসম্ভব। আর একটা রাস্তা প্রতিরোধের। আর গরম হতে দেব না পৃথিবীকে। বদলাতে দেব না জলবায়ু। এ তো আমাদের বিরুদ্ধে আমাদেরই লড়াই — জিতলেও আমরা হারলেও আমরা! এই পকেট বইয়ে লড়াই-এর কিছু অন্তত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে।

মূল্য: ৩৫ টাকা

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ:** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুণ্ডু